১১-০১-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্-শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হওয়ার কারণে এই অল্প সময়ের জন্য দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো ।"

প্রশ্ন :- দৈবী রাজধানী স্থাপন করার জন্য প্রত্যেকের কোন্ শখ থাকা উচিত ?

*উত্তর :- সেবার শখ । জ্ঞান রত্নের দান তোমরা কিভাবে করবে সেই শখ রাখো । তোমাদের উদ্দেশ্যই হলো পতিত মানুষকে পবিত্র করা তাই বাচ্চাদের রাজত্ব বৃদ্ধি করার জন্য অনেক সেবা করতে হবে । যেখানেই মেলা ইত্যাদি হয় , লোক স্নান করতে যায় সেখানেই তোমাদের পর্চা (leaflets) ছাপিয়ে বিলি করতে হবে । ঢাক ,ঢোল পিটিয়েও প্রচার করতে হবে ।

গীত :- তোমাকে পেয়েই আমরা জগত পেয়ে গেছি .....

ওম্ শান্তি । নিরাকার শিববাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা দেহী - অভিমানী হও । নিজেকে আত্মা ভাবো আর বাবাকে স্মরণ করো । আমরা সকলেই আত্মা , আমাদের শিববাবা এসে পড়ান । বাবা বোঝান যে - সংস্কার সব আত্মার মধ্যেই থাকে । যখন মায়া রাবণের রাজ্য শুরু হয় , অথবা ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন তোমরা দেহ - অভিমানী হয়ে যাও । তারপর আবার যখন ভক্তি মার্গের অন্ত সময় আসে তখন বাবা এসে বাচ্চাদের বলেন - এখন তোমরা দেহী - অভিমানী হও। তোমরা যে সব জপ , দান , পুণ্য কর্ম করেছো ,তাতে কোনো লাভ হয় নি । তোমাদের মধ্যে ৫ বিকার প্রবেশ করাতে তোমরা তোমরা দেহ - অভিমানী হয়ে গেছো । রাবণই তোমাদের দেহ - অভিমানী বানায় । আসলে তোমরা একসময় দেহী - অভিমানী ছিলে তাই আবার নতুন করে তোমাদের অভ্যাস করানো হয় যে নিজেকে আত্মা মনে করো । তোমাদের এই পুরোনো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে । সত্য যুগে এই ৫ বিকার থাকবে না । দেবী - দেবতা , যাদের পবিত্র মনে করা হয় , তারা আত্ম - অভিমানী হওয়ার কারণে ২১ জন্ম সর্বদা সুখে থাকে । তারপর যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন তোমরা আবার দেহ - অভিমানী হয়ে যাও । দেহী - অভিমানীকে সোল কন্সাস আর দেহ - অভিমানীকে বডি কনশাস বলা হয় । নিরাকারী দুনিয়াতে তো সোল কন্সাস আর বডি কনশাস কোনো প্রশ্নই থাকে না । ওই দুনিয়া হলো নীরব দুনিয়া । সেই সংস্কার এই সঙ্গম যুগেই হয় । তোমাদের দেহ - অভিমানী থেকে দেহী - অভিমানী বানানো হয় । সত্যযুগে দেহী - অভিমানী হওয়ার কারণে তোমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয় না কারণ তোমরা যে আত্মা এই জ্ঞান তোমাদের থাকে । এখানে তো সবাই নিজেকে দেহ ভাবে । বাবা এসে এখন বোঝান যে বাচ্চারা এখন দেহী - অভিমানী হও তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তখন তোমরা বিকর্মাজীত হতে পারবে । সত্যযুগে শরীরও থাকবে , তোমরা রাজ্যও করবে কিন্তু আত্ম - অভিমানী হবে । সবসময় সুখী থাকবে । সোল কন্সাস হলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে তাই বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । দুনিয়ার মানুষ গঙ্গা স্নান করে কিন্তু গঙ্গা কখনোই পতিত - পাবনী নয় । না কোনো যোগ - অগ্নি যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে । এমন এমন বিষয়ে বাচ্চারা সেবা করার সুযোগ পায় । যেমন সময় তেমন সেবা । কতো মানুষ গঙ্গা স্নান করতে যায় । কুম্ভ মেলাতেও সব জায়গায় মানুষ স্নান করে । কেউ কেউ সাগরে যায় , কেউ আবার

নদীতেও স্নান করতে যায় । তাই এদের সকলকে বিলি করার জন্য কত পর্চা ছাপাতে হবে । সবাইকে বিলি করতে হবে । পয়েন্টও যেন এই থাকে যে - ভাই - বোনেরা , বিচার করো , পতিত - পাবন , জ্ঞান - সাগরের থেকে নির্গত হওয়া জ্ঞান নদীর দ্বারাই কি তোমরা পবিত্র হতে পারো নাকি এই সাগরের জল বা নদীর জলের দ্বারা ? তোমরা যদি এই রহস্যের সমাধান করতে পারো তাহলেই এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারবে । রাজ্য - ভাগ্যের বর্সাও পেতে পারবে । এমন পর্চা যেন প্রতিটা সেন্টার ছাপায় । নদী তো সব জায়গায় আছে । নদী অনেক দূর থেকে বয়ে আসে । যেখানে সেখানে অনেক নদী আছে । তাহলে লোকে কেন বলে যে এই নদীতে স্নান করলে পবিত্র হবে । স্নান তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে করো । সত্যযুগে মানুষ স্নান করে । সেখানে সকলেই পবিত্র । এখানে তো শীতের সময়ও কতো কষ্ট করে মানুষ স্নান করতে যায় । তাই তাদের বোঝাতে হবে যে অন্ধের লাঠি হও । সকলকে জাগ্রত করতে হবে । পতিত - পাবন ভগবান এসেই সকলকে পবিত্র বানান । তাই সকল দুঃখী মানুষদেরও পথ বলতে হবে । এইসব ছোটো ছোটো পর্চা সমস্ত ভাষাতেই ছাপা চাই । লাখ - দুলাখ পরিমাণের ছাপতে হবে । যাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞানের নেশা চড়ে আছে , তাদের বুদ্ধিই কাজ করবে । এইসব ছবিও দু তিন লাখ প্রত্যেক ভাষাতেই হওয়া চাই । প্রতিটা জায়গায় গিয়ে এই সেবা কাজ করতে হবে । এই বিষয়ে একটা পয়েন্টই মুখ্য যে , এসে বোঝো কিভাবে এক সেকেন্ডে মুক্তি - জীবনমুক্তি পাওয়া যায় । প্রধান সেন্টারের ঠিকানা দিয়ে দাও , তারপর পড়ুক বা না পড়ুক তাদের বিষয় । তোমাদের বাচ্চাদের ত্রিমূর্তির ছবির উপর বোঝানো উচিত যে ব্রহ্মার দ্বারা অবশ্যই এই স্থাপনার কাজ হয় । দিন প্রতিদিন মানুষ বুঝতে পারবে বিনাশ তো সামনেই । এই ঝগড়া ইত্যাদি বাড়তেই থাকবে । মানুষের জীবনে সম্পত্তি নিয়েও কতো ঝঞ্ঝাট চলতে থাকে । মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায় । বিনাশ তো সামনেই হবে । যারা খুব ভালো করে ভাগবত গীতা ইত্যাদি পড়বে তারা বুঝতে পারবে বরাবর এ তো আগেও ঘটেছিলো । তাই তোমাদের বাচ্চাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে জলে স্নান করলেই কি মানুষ পতিত থেকে পবিত্র হতে পারে নাকি যোগ অগ্নির দ্বারা পবিত্র হয় । ভগবান উবাচঃ - আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । যেখানে যেখানে তোমাদের সেন্টার আছে সেখানে বিশেষ বিশেষ সময়ে এই পর্চা বের করা চাই । মেলাও অনেক হয় যেখানে , যেখানে অনেক মানুষ আসে । কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ মানুষই বুঝতে পারবে । এই পর্চা বিলি করার জন্যও অনেক লোক চাই যারা অন্তত এইকথা বোঝাতে পারবে । এমন জায়গায় গিয়েই তোমাদের দাঁড়াতে হবে । এ হলো জ্ঞান রত্ন । এই সেবা করার অনেক শখ রাখা চাই । আমরা আমাদের দৈবী বাদশাহী স্থাপন করছি । এ হলো মানুষ থেকে দেবতা বা পতিত থেকে পবিত্র বানাবার মিশন । এও তোমরা লিখতে পারো যে বাবা সকলকে বুঝিয়েছেন " মনমনাভব । " পতিত - পাবন বেহদের বাবাকে যদি স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । স্মরণের যাত্রার পয়েন্টও তোমাদের বাচ্চাদের বার বার বুঝিয়ে বলা হয়েছে । বাবাকে বার বার স্মরণ করো । স্মরণ সুখের অনুভূতি করো , শরীরের যাবতীয় কষ্ট দূর হয়ে তোমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে । *বাবাই মন্ত্র দিয়েছেন যে আমাকে স্মরণ করো, এমন নয় যে বসে কেবল শিব - শিব জপ করো । শিবের ভক্তরা এইভাবে শিব - শিব মালা জপ করতে থাকে । বাস্তবে এ হলো রুদ্র মালা । শিব আর শালিগ্রাম । মালার ওপরে আছেন শিব । বাকি সব ছোটো ছোটো দানা অর্থাত্ আত্মারা । আত্মা খুবই ছোটো বিন্দু । কালো দানারও মালা হয় । তাই শিবের মালাও বানানো হয়* । আত্মাকে তার নিজের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাকি মুখে খালি শিব - শিব বললেই হবে না । শিব - শিব বলতে থাকলে বুদ্ধির যোগ আবার বাবার দিকে চলে যাবে । এর অর্থতো কেউই বোঝে না । শিব - শিব জপ করলে বিকর্ম তো বিনাশ হবেই না । যারা মালা জপ করে তাদের কাছে তো এই জ্ঞান নেই

যে , বিকর্ম তখনই বিনাশ হয় যখন সঙ্গম যুগে ডাইরেক্ট শিববাবা এসে এই মন্ত্র দেন যে "মামেকম" (আমাকে) স্মরণ করো । বাকি যতোই কেউ বসে শিব - শিব করুক , বিকর্ম বিনাশ হবে না । মানুষ কাশীতেও গিয়ে থাকে । তারা শিব - কাশী , শিব - কাশী বলতে থাকে । এও বলে যে কাশীতে শিবের প্রভাব আছে । শিবের মন্দির তো খুব সুন্দর বানানো হয়ে থাকে । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী । তোমরা এই বলে বোঝাতে পারো যে বেহদের বাবা বলেন - আমার সাথে যোগ লাগালেই তোমরা পবিত্র হবে । বাচ্চাদেরও সেবা করার শখ থাকা চাই । বাবা বলেন যে আমাকেই পতিত মানুষদের পবিত্র বানাতে হবে । তোমরা বাচ্চারাও এই পবিত্র বানাবার সেবা করো । *পর্চা নিয়ে গিয়ে সকলকে বোঝাও । সকলকে বলো , এই পর্চা খুব ভালো করে পড়ো । মৃত্যু তো এখন সকলের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে । এ হলো দুখধাম । এখন জ্ঞান - স্নান একবার করাতেই তোমরা এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পেতে পারো । তাহলে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন নদীতে স্নান করার কি দরকার । আমরা সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারি সেই কারণেই আমরা ঢাক পেটাই । না হলে তো কেউই এই পর্চা ছাপাবে না । বাচ্চাদের এই সেবার অনেক শখ রাখা দরকার* । এই যা সব বানানো হয়েছে সবই সেবার জন্য । এমন অনেক আছে যাদের সেবার শখই থাকে না । তাদের খেয়ালেই আসে না যে কিভাবে এই সেবা করবো , এই সেবাকাজ করতে হলে খুব চমত্কার বুদ্ধি চাই , যাদের পায়ে দেহ - অভিমানের শিকল এখনও আছে , তারা দেহী - অভিমানী হতে পারবে না । বোঝা যায় এরা আর কি পদ পাবে ? তাদের প্রতি দয়া আসে । সব সেন্টারেই দেখা হয় - কে কে এই পুরুষার্থে তীব্র গতিতে আছে । *কেউ কেউ আকন্দের ফুল , কেউ কেউ আবার গোলাপ ফুল । তোমরা নিজেরা ভাবো , তোমরা অমুক ফুল* । তোমরা যদি বাবার সেবা না করো তাহলে বুঝতে হবে যে তোমরা গিয়ে আকন্দের ফুল হবে । বাবা তো খুব ভালোভাবে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । *তোমরা এখন হীরের মত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । কেউ কেউ সত্যিকারের হীরা আবার কেউ কেউ কালো এবং রুক্ষ । তোমাদের প্রত্যেককেই নিজেদের খেয়াল রাখতে হবে চিন্তা করবে - আমাদের হীরের মতো হতে হবে । নিজেকে জিজ্ঞাসা করো , আমরা কি হীরের তুল্য হয়েছি* ? আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ - অভিমানের শিকল কেটে দেহী - অভিমানী হতে হবে । সোল কনশাস থাকার সংস্কার ধারণ করতে হবে ।

২) সেবার অনেক শখ রাখতে হবে । বাবার মতোই পতিত মানুষকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে । সত্যিকারের হীরা হতে হবে ।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ আর শুভ বৃত্তির দ্বারা বাণী আর কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে বিশ্ব পরিবর্তক হও ।

যেসব বাচ্চা নিজের দুর্বলতাকে দূর করে শুভ আর শ্রেষ্ঠ স্বভাব ধারণ করার ব্রত নেয় , তাদের নজরে এই সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয় । স্বভাবের সাথে দৃষ্টি আর কর্মেরও সম্পর্ক আছে । কোনো ভালো বা খারাপ বিষয় প্রথমে মানুষ স্বভাবে ধারণ করে তারপর তা বাণী বা কর্মে আসে । স্বভাব শ্রেষ্ঠ হওয়া অর্থাত্ বাণী আর কর্ম ততক্ষণাত শ্রেষ্ঠ হওয়া । মানুষের এই স্বভাব থেকেই ভাইব্রেশন বা বায়ুমন্ডল তৈরী হয় । যারা শ্রেষ্ঠ স্বভাবের ব্রত ধারণ করে তারা তত্ক্ষণাত বিশ্ব পরিবর্তক হতে পারে ।

স্লোগান :- বিদেহী বা অশরীরী হওয়ার অভ্যাস যদি করো তাহলে যে কোনো মানুষের মনের ভাব জানতে পারবে ।

তপস্বীমূর্ত হও

সময়ের নিকটবর্তীতাই প্রমাণ যে এখন সত্যিকারের তপস্বী হতে হবে । তোমাদের সত্যিকারের তপস্যা বা সাধনাই হলো বেহদের বৈরাগ্য । এখন এই বেহদের বৈরাগ্যের দ্বারাই চারিদিকে তপস্যার বায়ুমন্ডল বানাও । তোমাদের তপস্যা যেন মনের সেবার নিমিত্ত হয় ।